বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ১৪৩-১৬৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

পাটশিল্প শ্রমিকদের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব: দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত জুট মিলের শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার পর্যালোচনা

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম*

সারসংক্ষেপ *প্রকৃতপক্ষে মানুষের ইতিহাস তুলনামূলকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে জীবনযাপনের জন্য লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস। এ সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে কখনো স্বগোত্রের, বিভিন্ন শ্রেণির বিরুদ্ধে, কখনো প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই, আবার মানুষের বিরুদ্ধে প্রকৃতিরও লড়াই প্রবাহমান। অবশ্য মানুষ এ লড়াইটা করে চলেছে কখনো একা কখনো জোটবদ্ধভাবে। একটা বিষয় পরিষ্কার—প্রাণী এবং প্রাণীর অংশ মানুষ প্রকৃতির অধীন ফলে প্রকৃতিকে শত্রু ভেবে, তার স্বাভাবিক আচরণ, যা মানুষের জীবনযাপনের প্রতিকূলে গেছে—তার বিরুদ্ধে লড়াই বা প্রকৃতিকে বশ করতে চাওয়ার কৌশল কখনো দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীল শুভফল দেয়নি। গণমানুষের অর্থনীতিবিদ জননন্দিত গবেষক অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের বহুমাত্রিক সুদীর্ঘ মৌলিক গবেষণা দলিল 'বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে' গ্রন্থে তিনি অনেক সুনিবিড়, সুনির্দিষ্ট বিষয় তুলে এনেছেন। তিনি এও দেখিয়েছেন-প্রকৃতিতে সাধারণত প্রতি ১০০ বছর পরপর বড় ধরনের বিপর্যয় এসেছে, যা মানবসভ্যতাকে ওলট-পালট করে দিয়েছে। পৃথিবীতে বহুমাত্রিক নতুন মেরুকরণের পথ দেখিয়েছে। সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাস, যা কোভিড-১৯ নামে পরিচিত, তা অনুরূপভাবে পৃথিবীর চলমান সভ্যতা-অর্থনীতি-রাজনৈতিক অর্থনীতি, ভূ-রাজনীতি, ভূ-রাজনৈতিক অর্থনীতি, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি—সবকিছুকে নতুন মেরুকরণের তাগিদ দিয়েছে। এই ভাইরাস সব দেশে, সব সমাজে, সব শ্রেণি, সব পেশা, সব ধর্ম, সব বর্ণের মানুষকে ছুঁয়ে গেছে বিভিন্ন মাত্রায়। কোভিড-১৯ এ বিপর্যস্ত হয়েছে মানুষ, শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে, বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বেড়েছে। আবার এটাকে পুঁজি করে শোষণ, বঞ্চনা বেড়েছে। লুণ্ঠিত হয়েছে স্বাস্থ্য-সম্পদ-পুঁজি—এ এক নতুন খেলা।*

এ কোভিড-১৯ এর মধ্যে চরম বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে বাংলাদেশের পাট শিল্প এবং পাট শিল্প শ্রমিকেরা, শ্রমজীবী মানুষ— এই শিল্পের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য খাত-উপখাত। গত ২০২০ সালের ২ জুলাই বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি) তার অধীন চালু সব কারখানা (২৫টি) একযোগে বন্ধ ঘোষণা করে। এসব মিল স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয়করণ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকেই। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর উন্নয়নশীল দেশ।

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা। ই-মেইল: jahangir252540@gmail.com

পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের ৭৫ শতাংশ এখানে উৎপাদিত হয়। দেশের ৩ কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে পাটের ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের অর্থনীতির গতি যদিও মন্থর, তারপরেও কৃষির ওপর নির্ভর করে এখানে অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে এ ভূখণ্ডে অনেক পাটকল গড়ে ওঠে। মূলত শুরুতে এ প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশের মালিক ছিল পাকিস্তানের মাড়োয়ারিরা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার এগুলোকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীন নিয়ে আসে। তখন রাষ্ট্রায়াত্ত জুটমিলের সংখ্যা ছিল ৭৮টি। এর মধ্যে ২০০৪ সাল নাগাদ ৬০টির মতো কারখানা লোকসানের অজুহাতে বিরাষ্ট্রীকরণ, আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয় যদিও আর্ন্তজাতিক বাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। অবশ্য ২০০০ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এ শিল্প নানামুখী সংকটের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছিল। এরই মধ্যে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকালেই এসব শিল্প বন্ধ হয়ে গেল এবং তা বিকল্প শিল্প বা বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছাড়াই। পাট শিল্প বন্ধের শর্তমাফিক এখনো সব শ্রমিক-কর্মচারী তাদের প্রাপ্য অর্থ বুঝে পায়নি। কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং তার মধ্যে আবার শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থায়ী বন্ধ—এ এক মহাবিপর্যয়। কেনই বা এমন হলো? এর কারণ-অভিঘাত কী? রাষ্ট্রীয় এত বড় সম্পদের ভবিষ্যৎ ব্যবহার কৌশল কী হবে? এই শিল্পে হতে যাচ্ছে কী? হওয়া উচিত কী? এসবের বিশ্লেষণ এবং তার আলোকে কিছু সুপারিশ এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত জুট মিলগুলোর শ্রমজীবী মানুষ, শুধু শ্রমিক নয় তার সাথে সম্পর্কিত কৃষক, কৃষক পরিবার, পরিবহন শ্রমিক, শ্রমজীবী পরিবার, ব্যবসায়ী-ব্যবসায়ী পরিবারসহ অন্যান্য সম্পর্কিতদের কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং অভিঘাত সম্পর্কে নিবিড় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ গবেষণায় সরাসরি মাঠপর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং সেকেন্ডারি উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ গবেষণা দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ ও নীতিনির্ধারণী কার্যক্রমে ভূমিকা রাখবে।

মূল শব্দ *বিজেএমসি · লোকসানের অজুহাতে বিরাষ্ট্রীকরণ · শ্রমিক অসন্তোষ · শিল্পের বিপর্যয় · পিএফ-গ্রাচুইটি · বঞ্চনা*

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের সবচেয়ে ভালো মানের পাট এখানে উৎপাদিত হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের ৭৫ শতাংশ এখানে উৎপাদিত হয়। এ দেশের ৩ কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে পাটের ওপর নির্ভরশীল। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিশেষ করে ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে এ ভূখণ্ডে পাট শিল্প গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে পাটশিল্প জাতীয়করণ করা হয় এবং ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বিজেএমসি গঠিত হয়। তখন বিজেএমসির নিয়ন্ত্রিত ৭৮টি পাটকলই লাভজনক ছিল। সাম্প্রতিককালে এ শিল্পের বিপর্যয় নেমে আসে লোকসানের অজুহাতে ২০০৪ সাল নাগাদ ৬০টির মতো কারখানা বিরাষ্ট্রীকরণ, আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেসব মিল চালু ছিল তা-ও বকেয়া মজুরির কারণে শ্রমিক অসন্তোষসহ বহুবিধ কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছিল। বিজেএমসির ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জুটমিলের শ্রমিকেরা মজুরিসহ বেশকিছু দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিল। তাদের জীবন-জীবিকা সংকটাপন্ন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর শ্রমিকেরা তাদের পিএফ-গ্রাচুইটির টাকাসহ বকেয়া প্রাপ্তির জন্যও লড়াই-সংগ্রাম করছিল। দীর্ঘদিন এ অবস্থা অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছিল, সর্বোপরি যা অর্থনৈতিক নীতি-নৈতিকতার বিচারে চরম অমানবিক। ২০২০ সালের ২ জুলাই বিজেএমসি-

নিয়ন্ত্রিত ২৫টি জুট মিল বন্ধ করে দেওয়া হয়, যা কোভিড-১৯ বিপর্যস্ত শ্রমিকদের জীবনকে আরো সংকটে ফেলে—সত্যিকার অর্থে এ এক মহা সংকট।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার আগে পাট শিল্প ও শ্রমিকদের বঞ্চনার খাত-ক্ষেত্র বিশ্লেষণ;
- কোভিড-১৯ এ পাট শিল্পের মহাসংকটের বিশ্লেষণ;
- পাট এবং পাট শিল্পের অতীত ও বর্তমান বিশ্লেষণ;
- পাট ও পাট শিল্পের সাথে কৃষি অর্থনীতির যোগসূত্র অনুসন্ধান;
- পাটের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ;
- পাট ও পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব পর্যলোচনা;
- ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও করণীয় অনুসন্ধান ও সুপারিশমালা তৈরি।

তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষাসমূহ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য, বিভিন্ন জাতীয়-আন্তর্জাতিক পত্রিকা ও প্রকাশনা, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং সরাসরি পাট শিল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব, ভুক্তভোগী শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাজীবীর সাথে ছোট দলে নিবিড় অনুসন্ধান করে তথ্য অন্যতম।

পাট শিল্পের সংকট: কোভিড-১৯ এ মহাসংকট

বাংলাদেশ বিশ্বের একটা উন্নয়নশীল দেশ। স্বশস্ত্র সংগ্রাম আর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশের স্বাধীনতা লাভের বয়স প্রায় পাঁচ দশক। গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের ভাষায়, ৯৯.৯৯ শতাংশ নয় ১০০ শতাংশ নিশ্চিত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, তাঁদের আত্মদানের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ আর লাল-সবুজের পতাকা। তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলা যায়, মুক্তিযোদ্ধা ছিল দুই রকম (১) ঘটনাচক্রে (By chance) (২) দেশমাতৃকার টানে স্বঃপ্রণোদিত হয়ে স্ব-ইচ্ছায় (By choise) মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতার এতদিন পর মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা, হিসাবপত্তর, সুযোগসুবিধাসহ সামগ্রিক পরিকাঠামো বিশ্লেষণে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন চাকরির কারণে বা বিভিন্ন বাস্তবতায় এমনকি জীবন বাঁচাতে নিরাপদে বিদেশে অবস্থান করে এবং পরে বিভিন্ন লিংকেজ ব্যবহার করে অর্থাৎ ঘটনাচক্রের মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্ত হয়েছেন যারা, তারা সুবিধাটা গ্রহণ করেছেন বেশি। অন্যদিকে যারা ১০০ ভাগ জীবনের ঝুকি নিয়ে মা, মাটি, মানুয়ের টানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন; মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন; আশ্রয়-প্রশ্রয়-অন্ন-বস্ত্র-অস্ত্র-বুদ্ধি দিয়েছেন—তাঁরা আজ বহুলাংশে বঞ্চিত, বহিঃস্থ, নিঃস্ব—এমনকি অনেকে অমুক্তিযোদ্ধাদের ভিড়ে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকেও বঞ্চিত। এ ছাড়া আমার বিশ্লেষণে এই যে প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বহুমুখী প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধকে সহায়তাকারী, তাদের বেশির ভাগই গ্রামীণ জনপদের প্রান্তিক মানুষ। তারা ছিল নির্মোহ-নির্লোভ। তবে স্বার্থ ও প্রত্যাশা ছিল এক জায়গায়, আর তা হলো—মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে তারা আর বহিঃস্থ, বঞ্চিত, নিঃস্ব থাকবে না। ১৯৭২-

এর মূল সংবিধানের চার মূলনীতির মর্মবাণী ছিল মুক্তিযুদ্ধপূর্ববর্তী বঞ্চিত, বহিঃস্থ মানুষদের দুর্দশা ঘুচিয়ে সুষম বণ্টন, সুষম উন্নয়ন ও শোষণহীন, বঞ্চনাহীন সমাজ-রাষ্ট্র পরিকাঠামো বিনির্মাণ। মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাশাও ছিল তা-ই। বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতার পরিকাঠামো এবং মৌল মানবিক মূল্যবোধের বিবেচনায়ও এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ যারা আজ কৃষক-শ্রমিক, তাদের শ্রম-ঘামে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের অর্থনীতি পরিপুষ্ট। তাদের প্রশ্নে রাষ্ট্রের বক্তব্য কী? হ্যাঁ, রাষ্ট্র তার সংবিধানের মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিক-শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের অধিকারকে মেনে নিয়েছে। আমার প্রশ্ন, রাষ্ট্র শুধু স্বীকৃতি দিল, কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বা সত্যিকার মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিতের প্রশ্নে সত্যিকার দায়িত্ব পালন করছে কী? না কি বেশির ভাগই শুভঙ্করের ফাঁকি? আমার উত্তর, হ্যাঁ শুভঙ্করেরই ফাঁকি। তাই তো দেখি শ্রমজীবী মানুষ, বিশেষ করে পাটশিল্প ও তার শ্রমিকেরা অসংখ্য সমস্যায় নিমজ্জিত। এমনকি চাকরি জীবন শেষেও তাদের ন্যায্য পাওনা (অর্জিত) পিএফ-গ্রাচুইটির জন্যেও লড়াই করতে হচ্ছে, যা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের চার মূলনীতি, সর্বোপরি স্বাধীন দেশের মৌল-মানবিকতা ও পরিকল্পিত অর্থনীতির সাথে সঙ্গতিহীন, নীতি-নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ বিশ্বের একটা কৃষিনির্ভর উন্নয়নশীল দেশ। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের ৭৫ শতাংশ এখানে উৎপাদিত হয়। দেশের তিন কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে পাটের উপর নির্ভরশীল। এ দেশের অর্থনীতি গতি যদিও মন্থর, তারপরও কৃষির ওপর নির্ভর করে এখানে অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। হ্যাঁ, বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে এ ভুখণ্ডে অনেক পাট শিল্প গড়ে ওঠে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশের মালিক ছিল পাকিস্তানের মাড়োয়ারি মানুষেরা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার এসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীন নিয়ে আসে। তখন রাষ্ট্রায়াত্ত জুটমিলের সংখ্যা ছিল ৭৮টি। এর মধ্যে ২০০৪ সাল নাগাদ ৬০টির মতো কারখানা লোকসানের অজুহাতে বিরাষ্ট্রীকরণ, আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। ২০০০ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এই শিল্প নানামুখী সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, যা জাতীয় অর্থনীতি সর্বোপরি রাজনৈতিক-সামাজিক সংকটের সৃষ্টি করছিল। এ রকম এক অবস্থার মধ্যে কোভিড-১৯ কালীন ২০২০ সালের ২ জুলাই থেকে সরকার বিজেএমসির চালু ২৫টি জুট মিল সম্পূর্ণ বন্ধ ঘোষণা করে। এই শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া এ সিদ্ধান্ত নেওয়া কোভিড-১৯ কালীন পাট শিল্প শ্রমিকদের জন্য মহাসংকটের জন্ম দেয়, যার সূদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব এখন পাটশ্রমিক এলাকায় দৃশ্যমান। পাট শিল্পের এ দুরবস্থার কারণ এবং আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর এর বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে জানা, সর্বোপরি বিদ্যমান বাস্তবতা অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতার সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ বা সঙ্গতিহীন এবং কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং তার বিশ্লেষণ করই এ প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

পাট শিল্প রক্ষা ও পাট শিল্প শ্রমিকদের অধিকারের লড়াই

কোভিড-১৯ কালে পাট শিল্প বন্ধ ও কিছু ভাবনা-পুনর্ভাবনা

পাটশিল্প বেঁচে থাকলে , পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, পাট চাষাধীন জমির গুরুত্ব বাড়বে এবং কৃষকের আর্থিক অবস্থা ভালো হবে। পাট চাষ প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ শিল্প বন্ধ হলে বহুমাত্রিক নেতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান। যার খাত/ক্ষেত্র এবং অভিঘাত বিষয়ে কিছু ভাবনা ও পুনর্ভাবনা:

পাট শিল্পের বর্তমানে	পাট শিল্পের অবর্তমানে	মন্তব্য
স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জাতীয়করণ	২০২০ সালের ২ জুলাই বন্ধ ঘোষণা	৪৮ বছরের ব্যবধানে প্রবণতা কোন পথে?
১৯৭২ সালের ২৬ বিজেএমসি গঠন	২০২০ সালের ২ জুলাই লোকসানের অজুহাতে বিজেএমসির পাট শিল্প বন্ধ	বি. জে. এম. সি কার্যক্রম আর দক্ষতার প্রশ্ন তোলা অযৌক্তিক কি?
স্বাধীনতারপরবর্তী দেড় দশকে পাট জাতীয় অর্থনীতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল	স্বাধীনতার দেড় দশকের পর থেকে লোকসানের দিকে যাত্রা	দুর্নীতি-লুটপাট বাড়েনি কি বাড়েনি?
২০০২ বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী বন্ধ ঘোষণা	২০২০ সালের আগে অর্ধশত রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বিরাষ্ট্রীকরণ ও বন্ধের প্রক্রিয়া	উন্নয়ন না অনুন্নয়ন?
ইতিপূর্বে বন্ধকৃত কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি	এ শিল্পকে বন্ধের পর আধুনিক করে আবার চালুর কথা	এর নিশ্চয়তা কি?
ইতিপূর্বে বিরাষ্ট্রীকরণকৃত শিল্প ও বন্ধ শিল্প লিজ-ক্রয় করেছেন যারা, তারা সম্পদ বিক্রয় বা ব্যাংকঋণ গ্রহণ করেছেন অধিক হারে।	এ শিল্পে সেই ধারা অব্যাহত থাকবে না, তার নিশ্চয়তা কী?	ব্যক্তিমালিকানায় দেওয়ায় ব্যক্তিপুঁজির বিকাশ কি ঘটেনি?

পাট উৎপাদনকালে হেক্টরপ্রতি ৫-৬ টন পাটপাতা মাটিতে পড়ত। এতে প্রচুর নাইট্রোজেন ক্যারোটিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম থাকায় প্রতিবছর গড়ে ৯৫৬.৩৮ হাজার টন পাটপাতা ও ৪২৩. ৪০ হাজার টন পাটগাছের শেকড় মাটিতে মিশে জৈবসার তৈরি হতো	এখন ওইসব জমিতে জৈবসার ঘাটতিজনিত সমস্যা প্রকট হয়েছে	লাভ/ক্ষতির হিসাব কত?
বিশ্বে বছরে প্রায় ৪৭.৬৮ মিলিয়ন টন কাঁচা সবুজ পাটগাছ উৎপাদিত হয়, যার প্রায় ৫.৭২ মিলিয়ন টন কাঁচা পাতা। পাটের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণক্ষমতা ০.২৩-০.৪৪ মিলিগ্রাম	পাট গাছের অনুপস্থিতিতে পরিবেশে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি ও অক্সিজেন হ্রাস	পরিবেশের ক্ষতির হিসাব কত?
সিনথেটিক থেকে প্লাস্টিক তৈরি হয় । ১ টন প্লাস্টিক ব্যাগ পোড়ালে বাতাসে ৬৩ গিগা জুল তাপ ও ১৩৪০ টন কার্বন-ডাই অক্সাইড মিশে যায়	তন্তু থেকে চটের ব্যাগ তৈরি হয়। ১ টন পাট থেকে তৈরি থলে-বস্তা পোড়ালে বাতাসে ২ গিগা জুল তাপ ও ১৫০ কিলোগ্রাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছড়িয়ে পড়ে	তুলনামূলক ক্ষতির মাত্রা কেমন?
এতদিনে পাটখাত লোকসান করেছে ১০ হাজার ৬৭৪ কোটি টাকা।	এই সময়ে সরকার খেলাপি ঋণ মওকুফ করেছে ৪৫ হাজার কোটি টাকা	অথচ পাট শিল্প বন্ধ করা হলো!

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিচিতি

খুলনা বিভাগ কেন্দ্রীক বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল মূলত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। পদ্মা, মধুমতি, বলেশ্বর, সোনাই, ইছামতি, কালিন্দী, হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদীর মধ্যবর্তী এলাকার ১০ জেলা আর বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ চিরসবুজ অনুপম ঐশ্বর্য্য ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের অধিকাংশটা নিয়েই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সৃষ্টি। এর দক্ষিণাংশ নিচু ভূমি এবং লবণাক্ততাযুক্ত বাকি অধিকাংশ সমভূমি। কৃষিশষ্য উৎপাদনের মধ্যে আউশ-আমন ইরি-বোরো উৎপাদন হয়। এ ছাড়া রবিশস্যসহ প্রায় সব শস্য উৎপাদনের উর্বরক্ষেত্র এটি। পাট চাষের উর্বর ক্ষেত্র বিধায় এই অঞ্চলে সরকারি-বেসরকারি অনেক পাটকল গঠে উঠেছে। খুলনা বিভাগের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সীমানা, উত্তরে রাজশাহী বিভাগ, পূর্বে ঢাকা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ এবং দক্ষিণে বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিতি সুন্দরবনসহ বঙ্গোপসাগরের উপর তটরেখা। এই অঞ্চল নদীর দ্বীপ বা গ্রেটার বেঙ্গল ডেল্টার একটি অংশবিশেষ। অন্যান্য নদীর মধ্যে রয়েছে মধুমতি নদী এবং ভৈরব ও কপোতাক্ষ নদ। এ ছাড়া এখানে বঙ্গোপসাগরের কয়েকটি দ্বীপও রয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে খুলনা বিভাগের অবস্থান 21°40 উত্তর অক্ষাংশ হতে 24°12© উত্তর অংশে এবং 88°34 পূর্ব দ্রাঘিমা হতে 89°57 পূর্ব দ্রাঘিমায়।

মানচিত্র

পাট চাষের ইতিকথা

পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশের মধ্যে মাত্র ডজন খানেক দেশে বাণিজ্যিকভাবে পাটের আবাদ হয়ে থাকে। পাট উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, চীন, নেপাল, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ব্রাজিল। তবে একটা সময় ছিল, যখন বাংলাদেশ বাণিজ্যিক দিক থেকে এক্ষেত্রে একচেটিয়া সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ হিসাবে বিবেচিত হত। বিশ্ব বাজারের ৮০ শতাংশ পাট আমাদের দেশ থেকে সরবরাহ করা হতো। বিগত শতাব্দীর ৭০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ্ব পর্যন্ত এক্ষেত্রে বাংলাদেশের শীর্ষ অবস্থান বজায় ছিল। ১৯৭৮ সাল নাগাত ভারত পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশকে ছাড়িয়ে যায় এবং প্রথম স্থান দখল করে। আমাদের অবস্থান দ্বিতীয়তে। বাণিজ্যিক ভাবে আমাদের এ অঞ্চলের পাট চাষের সূচনা করে বৃটিশরা। ১৮৭৩ সালে এইচ. সি কারকে চেয়ারম্যান করে পাট বিষয়ক একটি কমিশন গঠন করে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী। এই কমিশন পাট চাষের সূচনা এবং বিস্তৃতি সম্পর্কে জেলা কর্মকর্তাদের কাছে প্রতিবেদন চেয়ে পাঠায়। কমিশন বাংলায় পাটচাষ এবং ব্যবসার উপর প্রতিবেদন শিরোনামে ১৮৭৭ সালে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনের তথ্য থেকে দেখা যায় ঊনবিংশ শতকের ৪ এর দশক ও তার কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশের রংপুরে পাটের আবাদ শুরু হয়। ক্রমশ তা সারাদেশে বিস্তার লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় পাট চাষের সাথে জড়িয়ে পড়ে এ ভূখণ্ডের কৃষক। কৃষি অর্থনীতিতে জায়গা দখল করতে থাকে সোনালী আঁশ, যার ওপর ভরসা করে পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠে পাট শিল্প।

পাট ও পাট শিল্প

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ। এ দেশের ২০ লক্ষ একর জমিতে প্রতি বছর প্রায় ৫১ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হয়, যা পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের প্রায় ৭৫ শতাংশ। পাটের ওপর দেশের প্রায় ৩ কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। তার সত্ত্বেও ১৯৫১ সালের আগপর্যন্ত এ ভূখণ্ডে কোনো পাট শিল্প গড়ে ওঠেনি। ১৯৫১ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী জুটমিল। ধারাবাহিকভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলে পাটকল গড়ে ওঠে। নিকট অতীতে চালু পাটকলগুলোতে প্রায় ৫ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত দ্রব্য তেরি হতো, যা বিদেশে রপ্তান করে প্রায় ৩০০

মিলিয়ন ডলার আয় হতো। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ও দাম বেড়েছে। স্বাধীনতাত্তোর রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ছিল ৭৮টি। ২০০৪ সাল নাগাদ লোকসানের অজুহাতে বিরাষ্ট্রীকরণ করা হয় প্রায় ৬০টি। গত শতাব্দীর ৬০ এর দশকে গড়ে ওঠা খুলনা-যশোর অঞ্চলের বিজেএমসির নিয়ন্ত্রিত ৯টি পাটকলের অবস্থা সংকটাপন্ন ছিল। শ্রমিকদের জীবনজীবিকাও ছিল দুর্বিষহ।

পাট উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র এই ভূখণ্ড

বাংলাদেশ পাট উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র। এ দেশের মাটি, পানি, জলবায়ু, পরিবেশ পাট চাষের উপযোগী। তুলনামূলক সুবিধা ও বিদ্যমান বাস্তবতায় এ দেশের কৃষি এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রচেষ্টায় এ এলাকায় পাটের উৎপাদন যেমন বেশি, তেমনি কাঁচা পাট ও পাটপণ্য রপ্তানির পরিমাণও উল্লেখযোগ্য, যা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল।

বিশ্বের প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশসমূহের পাট চাষাধীন মোট জমি, মোট উৎপাদন ও একর প্রতি উৎপাদনের চিত্র, ২০০০-২০০৪ সময়ে

দেশসমূহ	২০০০-২০০১					২০০১-২০০২				
	জমি মে. একর	উৎপাদন মে. টন	একর প্রতি উৎপাদন, টন	অংশ, %	স্থান	জমি মে. একর	উৎপাদন মে. টন	একর প্রতি উৎপাদন, টন	অংশ, %	স্থান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। বাংলাদেশ	১.১১	০.৮১	০.৭৪	৩১.০	II	১.২৮	০.৯২	০.৭২	৩০.০	II
২। ভারত	২.১৬	১.৬২	০.৭৫	৬১.০	I	২.৪২	১.৮৯	০.৭৮	৬২.০	I
৩। চীন	০.১২	০.১৩	১.০২	০৫.০	III	০.১২	০.১১	০.৮৬	০৪.০	III
৪। মিয়ানমার	০.০৭	০.০৩	০.৩৬	০১.০	IV	০.১৩	০.০৫	০.৩৮	০২.০	V
৫। নেপাল	০.০৪	০.০২	০.৪২	০১.০	V	০.০৩	০.০২	০.৫৯	০০.০	VI
৬। থাইল্যান্ড	০.০৫	০.০৩	০.৬২	০১.০	IV	০.০৯	০.০৬	০.৬২	০২.০	IV
সর্বমোট	৩.৫৫	২.৬৪	০.৭৪	১০০.০		৪.০৭	৩.০৫	০.৭৫	১০০.০	

দেশসমূহ	২০০২-২০০৩					২০০৩-২০০৪				
	জমি মে. একর	উৎপাদন মিঃ টন	একর প্রতি উৎপাদন, টন	অংশ, %	স্থান	জমি মে. একর	উৎপাদন মে. টন	একর প্রতি উৎপাদন, টন	অংশ, %	স্থান
১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
১। বাংলাদেশ	১.০৫	০.৭৮	০.৭৪	২৫.০	II	১.০৫	০.৭২	০.৬৮	২৪.০	II
২। ভারত	২.৫৩	২.০৬	০.৮১	৬৬.০	I	২.৩৭	১.৯৮	০.৮৩	৬৭.০	I
৩। চীন	০.১৪	০.১৬	১.১২	০৫.০	III	০.১৪	০.১৭	১.১৫	০৬.০	III
৪। মিয়ানমার	০.১৫	০.০৪	০.২৯	০১.০	V	০.১৫	০.০৪	০.২৯	০১.০	IV
৫। নেপাল	০.০৩	০.০২	০.৫৯	০১.০	V	০.০৩	০.০২	০.৫৯	০১.০	V
৬। থাইল্যান্ড	০.০৮	০.০৬	০.৬৭	০২.০	IV	০.০৬	০.০৪	০.৫৯	০১.০	IV
সর্বমোট	৩.৯৮	৩.১২	০.৭৮	১০০.০		৩.৮০	২.৯৭	০.৭৮	১০০.০	

বাংলাদেশে পাটের উৎপাদন এবং এলাকার পরিমাণ

সময়	উৎপাদন (০০০ টন)	এলাকা (০০০একর)
১৯৯৩-৯৪	৮০৮	১১৮২
১৯৯৪-৯৫	৯৬৪	১৩৮৩
১৯৯৫-৯৬	৭৩৯	১১৩৩
১৯৯৬-৯৭	৮৮৩	১২৫৩
১৯৯৭-৯৮	১০৫৭	১৪২৭
১৯৯৮-৯৯	৮১২	১১৮১
১৯৯৯-২০০০	৭১১	১০০৮
২০০০-০১	৮২১	১১০৭
২০০১-০২	৮৫৯	১১২৮
২০০২-০৩	৮০০	১০৭৯
২০০৩-০৪	৭৯৪	১০০৮
২০০৪-০৫	১০৩৫	৯৬৫
২০০৫-০৬	৮৩৮	৯৩৯
২০০৬-০৭	৮৭৯	১০৩৪
২০০৭-০৮	৮৩২	১০৮৯

বিশ্বে কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান, ১৯৯৮-২০০৩

বছর সমূহ	কাঁচা পাট								পাটজাত পণ্য							
	বাংলাদেশ			ভারত			বিশ্ব		বাংলাদেশ			ভারত			বিশ্ব	
	মে. টন	অংশ, %	স্থান	মে. টন	অংশ, %	স্থান	মে. টন	অংশ, %	মে. টন	অংশ, %	স্থান	মে. টন	অংশ, %	স্থান	মে. টন	অংশ, %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৯৯৮-১৯৯৯	০.৩২	৯৪.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩৪	১০০.০	০.৪০	৫৩.০	I	০.২৪	৩২.০	II	০.৭৫	১০০.০
১৯৯৯-২০০০	০.৩০	৯৪.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩২	১০০.০	০.৪৩	৬২.০	I	০.১৬	২৩.০	II	০.৬৯	১০০.০
২০০০-২০০১	০.২৮	৯০.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩১	১০০.০	০.৩৮	৫৯.০	I	০.১৮	২৮.০	II	০.৬৪	১০০.০
২০০১-২০০২	০.২৫	৮৩.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩০	১০০.০	০.৪১	৬৪.০	I	০.১৫	২৩.০	II	০.৬৪	১০০.০
২০০২-২০০৩	০.৪১	৯৩.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৪৪	১০০.০	০.৪০	৫৯.০	I	০.১৯	২৮.০	II	০.৬৮	১০০.০

পাট রপ্তানির তুলনামূলক চিত্র

সময়	মোট রপ্তানি (কোটি টাকা)	পাট রপ্তানি (কোটি টাকা) (কাঁচা পাট এবং পাটপণ্য)	মোট রপ্তানিতে পাটের অংশ (%)
১৯৯৩-৯৪	৯৭৯৯	১২১২	১২.৩৭
১৯৯৪-৯৫	১৩১৩০	১৬২১	১২.৩৫
১৯৯৫-৯৬	১৩৮৫৭	১৫৩৪	১১.০৭
১৯৯৬-৯৭	১৬৫৬৪	১৮৬৮	১১.২৮
১৯৯৭-৯৮	২০৩৯৩	১৮১২	৮.৮৯
১৯৯৮-৯৯	২০৮৫১	১৪৩৮	৬.৯০
১৯৯৯-২০০০	২৪৯২৩	১৫০১	৬.০২
২০০০-০১	৩২৪১৯	১৬৭৬	৫.১৭
২০০১-০২	৩০৯৩৪	১৭৭৭	৫.৭৪
২০০২-০৩	৩৩২৪২	১৬৭৩	৫.০৩
২০০৩-০৪	৪০৫৮১	১৭২৫	৪.২৫
২০০৪-০৫	৫০৮৩৫	২২৪১	৪.৪১
২০০৫-০৬	৬২৬০১	৩০১৯	৪.৮২
২০০৬-০৭	৭৮৯৩১	৩৫৭৯	৪.৫৩
২০০৭-০৮	৮৬২৮৩	৩৬৩০	৪.২১

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিজেএমসি-নিয়ন্ত্রিত জুট মিল: নিকট অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতি

মজুরির সাথে শ্রমিকের জীবনজীবিকার সম্পর্ক নিবিড়। একজন শ্রমিক তার কায়িক এবং মানষিক শ্রমের যদি যথাযথ মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে উৎপাদন যেমন ব্যাহত হবে তার জীবন জীবিকাও দুর্বিষহ হতে বাধ্য। আমরা লক্ষ্য করি, বাংলাদেশে শ্রমিক অসন্তোষ একটি মারাত্মক রূপ ধারণ করেছিল। বিশেষ করে পাট শিল্পের শ্রমিকেরা মজুরি ও বিভিন্ন দাবিতে উৎপাদন বন্ধ করে আন্দোলনে নেমেছিল। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত জুটমিলের নিকট অতীতের অবস্থা বিশ্লেষণ করা যায়। চরম দুঃখ এবং নির্মম সত্য বিভিন্ন সংকটের মধ্যে চলমান মিলগুলোর ক্ষেত্রে সকল জল্পনাকল্পনা শেষ করে, শ্রমিক-কর্মচারী ও দেশের বুদ্ধিজীবী দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের প্রত্যাশাকে ম্লান করে গত ২০২০ সালের ২ জুলাই থেকে দেশের ২৫টি চালু জুটমিল বন্ধ ঘোষণা করে সরকার। শ্রমিক কর্মচারীদের শর্তমাফিক পাওনাও এখনো সম্পূর্ণ পরিশোধ হয়নি বিভিন্ন কৌশলের বেড়াজালে, যা কারো কাম্য নয়। এখনো এ শিল্প নতুন করে চালুর দাবিতে সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে।

বিজেএমসি-নিয়ন্ত্রিত খুলনা-যশোর অঞ্চলের পাটকলসমূহের প্রতিষ্ঠা, উৎপাদন শুরু, জাতীয়করণ এবং তাঁত সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল (সাল)	উৎপাদন শুরু (সাল)	তাঁত সংখ্যা			মোট
			হেসিয়ান	সেকিং	সি.বি.সি	
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লি.	১৯৫২	১৯৫৪	৬৯৪	৩৩৯	১০৩	১১১৬
প্লাটিনাম জুট মিলস লি.	১৯৫৫	১৯৫৮	৬০২	২৭৩	৮২	৯৫৭
পিপল্‌স জুট মিলস লি. (খালিশপুর জুট মিল)	১৯৫২	১৯৫৪	৫১৬	৩২৪	৮৩	৯২৩
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লি.	১৯৬৪	১৯৬৭	১৫৫	১০১	৩৫	২৯১
আলীম জুট মিলস লি.	১৯৬৪	১৯৬৮	১৬২	৮৮	-	২৫০
কার্পেটিং জুট মিলস লি.	১৯৬৩	১৯৬৫	-	-	৮৬	৮৬
জে. জে.আই	১৯৬৬	১৯৭০	৩০০	১০০	৫৬	৪৫৬
স্টার জুট মিলস লি.	১৯৫৬	১৯৫৮	৫৬০	২০০	-	৭৬০
দৌলতপুর জুট মিলস লি.	১৯৫৪	১৯৫৫	১৭০	৮০	-	২৫০

** ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ ২৭ বলে সংশ্লিষ্ট পাটকলসমূহ জাতীয়করণ করা হয়।*

উপকরণ (পাট) মজুদ/ক্রয়ের বাস্তব অবস্থা

প্রতিষ্ঠানের নাম	০১/০৭/২০১৪ থেকে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত পাট ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা	দৈনিক পাটের চাহিদা	দৈনিক আমদানি (২০/০৪/২০১৫) (কুইন্টাল)	০১/০৭/২০১৪ থেকে ২০/০৪/২০১৪ পর্যন্ত সর্বমোট ক্রয়	অর্জিত হার (ক্রয়ের হার)	২০/০৪/২০১৫ পর্যন্ত মজুত					
						মিল ঘাট		ক্রয় কেন্দ্র		সর্বমোট	
						পরিমাণ (কুইন্টাল)	কভারেজ (কত দিন)	পরিমাণ (কুই ন্টাল)	কভারেজ (কত দিন)	পরিমাণ (কুই ন্টাল)	কভারেজ (কত দিন)
ক্রিসেন্ট জুট মিলস	২৭,৯,৪৫৮ কুই.	৯৩৬ কুই.	৮০	৭১,৫৪৩	২৬%	৪,২৩৫	৫	১,২৭৬	১	৫,৫১১	৬
প্লাটিনাম জুট মিলস লি.	২১,৭,৪৬৮ কুই.	৭৫১ কুই.	-	৫২,০০৫	২৪%	৩,৭৮৫	৫	১,৬৭৯	২	৫,৪৬৪	৭
পিপল্‌স জুট মিলস লি. (খালিশপুর জুট মিল)	১৯,৮,৫২৯ কুই.	৬৯২ কুই.	-	৮৬,৩৭৭	৪৩%	১৬,৬৪৫	২৪	৩,০৩৭	৪	১৯,৭১৮	২৮
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লি.	৭১,৩২৭ কুই.	২৫২ কুই.	১৬০	২৪,২৭৫	৩৪%	১,৮১১	৭	৭২১	৩	২,৫৩২	১০
আলীম জুট মিলস লি.	৫৭,২৯৫ কুই.	১৯৮ কুই.	-	১১,৮৩৮	২০%	-	-	-	-	-	-
কার্পেটিং জুট মিলস লি.	৩১,৩৭২ কুই.	১১২ কুই.	-	২২,২৯০	৭১%	১,৪৭৯	৫	৭৩	১	১,৫৫২	৬
স্টার জুট মিলস লি.	১,৩৮,০২৬ কুই.	৪৭৭ কুই.	-	৩২,০১৯	২৩%	৪,৭৪০	১০	২,৫২৮	৫	৭,২৬৮	১৫
দৌলতপুর জুট মিলস	৬১,১৮৯ কুই.	২০৯ কুই.	-	১৭,৭৫০	২৯%	৬৪৬	৩	৫৬১	৩	১,২০৭	৬

ঢাকা-চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিজেএমসির জুট মিলের পাট মজুত/ক্রয় পরিস্থিতির খতিয়ান
(এপ্রিল ২০১৪ সময়ে হিসাব)

অঞ্চল	প্রতিষ্ঠানের নাম	পাট মজুদের পরিমাণ (দিন)
চট্টগ্রাম	আমীন জুট মিলস্ লি.	৫ দিন
চট্টগ্রাম	হাফিজ জুট মিলস্ লি.	৩১ দিন
চট্টগ্রাম	এম. এম জুট মিলস্ লি.	১৭ দিন
চট্টগ্রাম	বি. ডি. সি. এফ লি.	৩২ দিন
চট্টগ্রাম	গুল আম্মেদ জুট মিলস্ লি.	১৫ দিন
চট্টগ্রাম	আর আর জুট মিলস্ লি.	৪১দন
ঢাকা	বাংলাদেশ জুট মিলস্ লি.	২৮ দিন
ঢাকা	জাতীয় জুট জুট মিলস্ লি.	২২ দিন
ঢাকা	করিম জুট মিলস্ লি.	২২ দিন
ঢাকা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লি.	৬৪ দিন
ঢাকা	রাজশাহী জুট মিলস্ লি.	৫০ দিন
ঢাকা	ইউ. এম. সি জুট মিলস্ লি.	৪২ দিন

** খুলনা ও চট্টগ্রামের তুলনায় ঢাকা অঞ্চলের ২-১টি মিলের পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রির আয় থেকে কখনো কখনো পাট ক্রয় করা হয়।*

মজুরি ও জীবন-জীবিকা

একজন শ্রমিকের মজুরি প্রচলিত বাজারব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতির সাথে সমন্বয়হীন হলে জীবন-জীবিকা সংকটাপন্ন হয়। মজুরির সাথে উৎপাদনশীলতা ও জীবন-জীবিকার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। মজুরি কম হলে জীবনজীবিকার সংকট বাড়ে। অর্থাৎ মজুরির সাথে জীবন-জীবিকার সংকটের সম্পর্ক নেতিবাচক। কতগুলো সূচকের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যায়—

মজুরির অবস্থা	ক্যালরি হিসাবে খাদ্যগ্রহণ	শিক্ষার প্রবণতা	ক্রয় ক্ষমতা	চিকিৎসা সেবা	পোশাক পরিচ্ছদ	জীবন-জীবিকার ঝুকি	সঞ্চয় প্রবণতা	ভোগ প্রবণতা	অপরাধ প্রবণতা
মজুরি কম/ বকেয়া	নিম্নমুখী	নিম্নমুখী	কমবে	কমবে	কমবে	বাড়বে	নিম্নমুখী	নিম্নমুখী	বাড়বে
সঠিক মজুরি/ নিয়মিত মজুরি	স্বাভাবিক	উর্ধ্বমূখী	বাড়বে	স্বাভাবিক	স্বাভাবিক	কমবে	উর্ধ্বমূখী	উর্ধ্বমূখী	কমবে

মজুরি-উৎপাদনশীলতা-রপ্তানি-জীবন-জীবিকা একটি চক্রাকার প্রবাহ

মিলের শ্রমিকদের মজুরি কম বা না পাওয়া (বকেয়া) থাকার কারণে উৎপাদনশীলতা নিম্নমুখী। উৎপাদন কমার ফলে পাটজাত পণ্যের রপ্তানি কম হবে। রপ্তানি কমের কারণে রপ্তানি আয় কমবে, মিলের স্বাভাবিক

গতি ব্যহত হবে। শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা সংকটাপন্ন হবে। শ্রমিকেরা উৎপাদনে আগ্রহ হারাবে এবং উৎপাদন ব্যয় বাড়বে। এটি একটি চক্রাকার প্রবাহের মতো আবর্তিত হবে।

বকেয়া মজুরি — শ্রমিক অসন্তোষ — নিম্ন উৎপাদন — কম রপ্তানি — কম আয় — জীবন-জীবিকার সংকট — উৎপাদনে অনাগ্রহ — উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি — বকেয়া মজুরি।

শ্রমজীবী মানুষের মজুরি ভোগান্তি সদাচলমান

(বকেয়া মজুরি/বেতনের হিসাব আগস্ট ২০০৬-ফেব্রুয়ারি ২০০৭)

প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রমিকদের অপরিশোধিত সাপ্তাহিক মজুরি		কর্মচারীদের অপরিশোধিত বেতন		গত ০৬/০৭ সালের পাওনা
	সময়	টাকা	সময়	টাকা	ঈদুল আযহার উৎসব বোনাস
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লি.	১১ সপ্তাহ	৫ কোটি ৭৯ লক্ষ	৪ মাস	১ কোটি ৮০ লক্ষ	২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা
প্লাটিনাম জুট মিলস লি.	১৪ সপ্তাহ	৬ কোটি ৭৭ লক্ষ	৫ মাস	১ কোটি ৭৯ লক্ষ	২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা
পিপল্‌স জুট মিলস লি. (খালিশপুর জুট মিল)	১৬ সপ্তাহ	৬ কোটি ৬ লক্ষ	৬ মাস	২ কোটি ১৫ লক্ষ	১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লি.	১৯ সপ্তাহ	২ কোটি ২০ লক্ষ	৫ মাস	৭৫ লক্ষ	৫৬ লক্ষ টাকা
আলীম জুট মিলস লি.	২৭ সপ্তাহ	২ কোটি ৫১ লক্ষ	৮ মাস	৮৬ লক্ষ	৫৩ লক্ষ টাকা
কার্পেটিং জুট মিলস লি.	১৪ সপ্তাহ	১ কোটি ৪ লক্ষ	৪ মাস	৫২ লক্ষ	৩০ লক্ষ টাকা
জে.জে.আই	১৫ সপ্তাহ	২ কোটি ২৫ লক্ষ	৩ মাস	৬৭ লক্ষ	৯১ লক্ষ টাকা
স্টার জুট মিলস লি.	১৪ সপ্তাহ	৫ কোটি ২১ লক্ষ	৪ মাস	১ কোটি ১২ লক্ষ	১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা

- ৬-৭ থেকে কোথাও ৮ মাস বকেয়া।
- এ সময়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের পরিবারে চলছিল নীরব দুর্ভিক্ষ।
- প্রতিবাদে খোরা-থালা ও ঝাড়ু মিছিল হয়েছিল।
- বুভুক্ষু শ্রমিকেরা মহাসড়কে ঈদের নামাজ পড়েছিল।

অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের বঞ্চনার শেষ কোথায়? কেউ জানে না

পাট শিল্পের সাথে শ্রমজীবী মানুষ অস্থায়ী, স্থায়ী মিলিয়ে যৌবনজীবনের প্রায় সবটুকু শ্রম-ঘাম নিঃশেষ করেছেন, নিজের অর্জিত পিএফ ও গ্র্যাচুইটি বাবদ পাওনা কখন পাবেন, কীভাবে পাবেন, কার মাধ্যমে পাবেন, মৃত্যুর পর (?) এ অর্থের মালিক কে হবেন, ভোগই বা করবেন কে? তার হিসাব এখন আর

মেলানো যাবে না। সবই অনিশ্চয়তা, বঞ্চনা আর বাকির খাতার হিসাব। ২০২০ সালের জুলাইয়ে বন্ধ হওয়া কালে বলা হলো দ্রুত সব পাওনা পরিশোধ করা হবে। কিন্তু ২০২২ সাল। এখনো শ্রমজীবী মানুষ কোভিড-১৯ এর মধ্যে পাওনাহীন অনিশ্চিত জীবনের পথে, নেই কর্ম, আবাসন আর খাদ্যের নিশ্চয়তা।

বিগত বছরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের অবসরে যাওয়া শ্রমিক-কর্মচারীদের পিএফ ও গ্র্যাচুইটির বিবরণী

ক) গ্রাচুইটি

বিবরণ	২০১২-১৩				২০১৩-১৪			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৭০	৩০১.৩৩	২৬.৯৫	২৭৪.৩৮	৫৮	২৬৪.৪৩	৪.০৮	২৬০.৩৫
কর্মচারী	৯	৭৭.৭৭	০.১৬	৭৭.৬১	১৫	৮৯.১৩	২.১৭	৮৬.৯৬
কর্মকর্তা	২	৩০.৫২	২.১২	২৮.৪০	০	০	০	০.০০
মোট	৮১	৪০৯.৬২	২৯.২৩	৩৮০.৩৯	৭৩	৩৫৩.৫৬	৬.২৫	৩৪৭.৩১
বিবরণ	২০১৪-১৫				২০১৫-১৬			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৬৩	৩১০.৭১	০	৩১০.৭১	৭৭	৩৪৩.৮৯	০.০৭	৩৪৩.৮২
কর্মচারী	৫	৩৪.০৪	২.১২	৩১.৯২	১৬	১৪৭.০৯	০	১৪৭.০৯
কর্মকর্তা	০	০	০	০.০০	৩	৯১.৩৫	০	৯১.৩৫
মোট	৬৮	৩৪৪.৭৫	২.১২	৩৪২.৬৩	৯৬	৫৮২.৩৩	০.০৭	৫৮২.২৬

খ) পিএফ

বিবরণ	২০১২-১৩				২০১৩-১৪			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৪২	১৩৬.০১	৮১.৫৫	৫৪.৪৬	৪০	১২৫.৬৮	৫৪.২৯	৭১.৩৯
কর্মচারী	৮	৫৬.৬৭	২১.৫০	৩৫.১৭	১৩	৫০.৪৭	১৪.৭৯	৩৫.৬৮
কর্মকর্তা	০	-	-	-	০	-	-	-
মোট	৫০	১৯২.৬৮	১০৩.০৫	৮৯.৬৩	৫৩	১৭৬.১৫	৬৯.০৮	১০৭.০৭
বিবরণ	২০১৪-১৫				২০১৫-১৬			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৫৩	১৪৪.১৩	২২.৫১	১২১.৬২	৭৩	২৩০.১৪	৬.৫৫	২২৩.৫৯
কর্মচারী	৬	২২.৫৫	৭.১০	১৫.৪৫	১১	৬৩.০৬	১.৫৫	৬১.৫১
কর্মকর্তা	২	১২.২৯	৪.৩০	৭.৯৯	৬	৪৭.৬২	১৮.৯০	২৮.৭২
মোট	৬১	১৭৮.৯৭	৩৩.৯১	১৪৫.০৬	৯০	৩৪০.৮২	২৭	৩১৩.৮২

উল্লিখিত মিলসমূহের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদের প্রাপ্য, পরিশোধিত ও বকেয়া গ্র্যাচুইটির বিবরণ

(২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬) লক্ষ টাকায়

মিলের নাম	অবসরে যাওয়া শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা				প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা/ পরিশোধ	অবশিষ্ট/ বকেয়া মোট
	শ্রমিক	কর্মচারী	কর্মকর্তা	মোট			
যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ	২৬৮	৪৫	৫	৩১৮	১৬৯০.২৬	৩৭.৬৭	১৬৫২.৫৯
ইষ্টার্ন জুট মিলস্ লি.	১৪৬	৩৩	-	১৭৯	৯২১.১৮	৭৬.৫৩	৮৪৪.৬৫
ষ্টার জুট মিলস্ লি.	৩১১	৫৪	১৭	৩৮২	১৯৬১.৬৩	৫৭০.২০	১৩৯১.৪৩
প্লাটিনাম জুট মিলস্	৪০৬	৬৩	১৭	৪৮৬	২৭৯৬.৩১	২৫৫৪.২৫	২৪২.০৬

উল্লিখিত মিলসমূহের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদের প্রাপ্য, পরিশোধিত ও বকেয়া গ্র্যাচুইটির বিবরণ

(২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬) লক্ষ টাকায়

মিলের নাম	অবসরে যাওয়া শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তা				প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা/ পরিশোধ	অবশিষ্ট/ বকেয়া মোট
	শ্রমিক	কর্মচারী	কর্মকর্তা	মোট			
যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ	২০৮	৩৮	৮	২৫৪	৮৮৮.৬২	২৩৩.০৪	৬৫৫.৫৮
ইষ্টার্ন জুট মিলস্ লি.	-	-	-	১৭৮	৯৬১.০০	৪১৬.৯১	৫৪৪.০৯
ষ্টার জুট মিলস্ লি.	২২৪	২৭	১৭	২৬৮	৭৫৫.৯২	২৫৮.৮৩	৪৯৭.০৯
প্লাটিনাম জুট মিলস্	৪৩৭	৬২	২৪	৫২৩	১৩১০.৮৯	৭৫৩.৯১	৫৫৬.৯৮

উৎপাদনের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির ব্যবধান অনেক

(২০ এপ্রিল ২০১৫ এর পরিসংখ্যান)

প্রতিষ্ঠানের নাম	তাঁত হেসিয়ান, সেফিং, সি.বি.সি		চালু থাকার হার (%)	স্থায়ী শ্রমিক (কর্মরত) জন	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব উৎপাদন	উৎপাদনের হার
	চালু থাকার কথা	চালু ছিল					
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লি.	১০৬১	৫১৪	৪৮.৪৪%	৩৪৯৬	৮৯.১১ মেঃ টঃ	২৫.০৮ মেঃ টঃ	২৮.১৪%
প্লাটিনাম জুট মিলস লি.	৭৮৯	৫৪৬	৬৯.২০%	৩৩৪২	৭১.৫৫ মেঃ টঃ	১২.১০ মেঃ টঃ	১৬.৯১%
পিপল্স জুট মিলস লি. (খালিশপুর জুট মিল)	৬২০	৪৬৭	৭৫.৭২%	২৭৩৭	৬৫.৯১ মেঃ টঃ	৩১.১২ মেঃ টঃ	৪৭.২১%

ইষ্টার্ণ জুট মিলস লি.	২৩৩	১৪৭	৬৯.০৯%	১০৫৭	২৪.০১ মেঃ টঃ	১২.৩৪ মেঃ টঃ	৫১.৩৯%
আলীম জুট মিলস লি.	২০৬	৬০	২৯.১২%	৫৫৩	১৮.৮২ মেঃ টঃ	০৬.০৪ মেঃ টঃ	৩২.০৯%
কার্পেটিং জুট মিলস লি.	৬০ (শুধু সি.বি. সি)	৫২ (শুধু সি.বি. সি)	৮৬.৬৬%	৫৯২	৯.৩৫ মেঃ টঃ	০৫.০১ মেঃ টঃ	৫৩.৫৮%
জে.জে.আই	৩৮২	১৯৪	৫০.৭৮%	১২৯৮	৩১.৯৩ মেঃ টঃ	০৭.৭১ মেঃ টঃ	২৪.১৪%
স্টার জুট মিলস লি.	৫৫৫	৩৯৫	৭১.১৭%	২১৭৬	৪৫.৪৬ মেঃ টঃ	১২.০৭ মেঃ টঃ	২৬.৫৫%
দৌলতপুর জুট মিলস	১৮৫	৬১	৩২.৯৮%	৫১১	১৯.৯২ মেঃ টঃ	০৬.৩৪ মেঃ টঃ	৩১.৮২%

** উৎপাদনের হার গড়ে ৩৪.৫৫ শতাংশ*

স্থায়ী-অস্থায়ী এবং দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকের কর্মে নিযুক্তির খতিয়ান (২০-০৪-২০১৫ইং)

প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মরত শ্রমিক		মোট (জন)	হার %	মন্তব্য
	স্থায়ী	অস্থায়ী/ দৈনিক			
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লি.	৩১২৯	৩৬৭	৩৪৯৬	৭৫%	
প্লাটিনাম জুট মিলস লি.	২৯১৫	৪২৭	৩৩৪২	৮৪%	
পিপল্‌স জুট মিলস লি. (খালিশপুর জুট মিল)	-	২৭৩৭	২৭৩৭	১০০%	সব অস্থায়ী এবং যা কর্মে নিযুক্ত তাকে সর্বোচ্চ অর্জন ধরা হয়।
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লি.	৯৫৯	৭০	১০২৯	৮৪%	
আলীম জুট মিলস লি.	৫৫০	৩৪	৫৮৪	৬৫%	
কার্পেটিং জুট মিলস লি.	৩৪৩	২৪৯	৫৯২	৯৬.৮৯%	
জে.জে.আই	১০০৮	২৯০	১২৯৮	৭১%	
স্টার জুট মিলস লি.	১৭৮৯	৩৮৭	২১৭৬	৭৪%	
দৌলতপুর জুট মিলস লি.	-	৫১১	৫১১	১০০%	সব অস্থায়ী এবং যা কর্মে নিযুক্ত তাকে সর্বোচ্চ অর্জন ধরা হয়।

** এখানে শতকরা হিসাব হলো স্থায়ী, অস্থায়ী, দৈনিকভিত্তিক যে শ্রমশক্তি কর্মে নিযুক্ত থাকার কথা ছিল বাস্তবে তার কত ভাগ নিযুক্ত ছিল সেই হার। (কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ নষ্ট ইত্যাদির কারণে কর্মে নিযুক্ত হতে পারেনি)*

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রয়াত্ত জুটমিলের সংকটের আর্থসামাজিক প্রভাব

(পাট শিল্প এবং কৃষি অর্থনীতি বিশেষ করে পাটচাষিদের ওপর প্রভাব)

মূলত পাট শিল্পের কাচাঁমাল হলো পাট। এ পাটকে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ বলা হতো। এখন বলা হয় সোনালী আঁশ কৃষকের গলার ফাঁস। কারণ পাট শিল্প শ্রমিকদের অসন্তোষসহ অন্যান্য কারণে পাট শিল্প ধ্বংস হচ্ছে। ফলে অভ্যন্তরীণভাবে পাটের চাহিদা কমছে। পাটের উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে। পাটচাষিরা পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। কৃষি অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। নিম্নে পাট চাষাধীন জমি এবং উৎপাদনের পরিমাণ দেখান হলো—

অর্থকরী ফসল	জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ
পাট	১১ লক্ষ ২৮ হাজার একর	৮ লক্ষ ৫৯ হাজার মে.টন
চা	১ লক্ষ ২০ হাজার একর	৫৭ হাজার মে.টন
আখ	৪ লক্ষ ২ হাজার একর	৬৫ লক্ষ ২ হাজার মে.টন
তুলা	৫ হাজার একর	৫ হাজার মে.টন
তামাক	৭৫ হাজার একর	৩৮ হাজার মে.টন

পাট শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি এবং স্থানীয় বাজারে এর প্রভাব

প্রকৃতপক্ষে খুলনা অঞ্চলের ৯টি পাটকলের ওপর নির্ভর করে এ অঞ্চলে কতকগুলো বাজার গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ ৯টি পাটকলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা যুক্ত হলেও পরোক্ষভাবে এ অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহন ও সেবাখাত সর্বোপরি কৃষিপণ্য ও তার বাজার সম্প্রসারিত হয়। শ্রমিকেরা মজুরি না পেলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে এবং অন্যান্য খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। উল্লেখ্য শিল্পনগরী খুলনার প্রাণ খালীশপুর এখন হাহাকারযুক্ত এক নীরব-নিথর অন্ধকার নগরী।

কেস স্টাডি

শ্রমিকের নাম: কওসার বিশ্বাস (৪০)
পিতার নাম: ইব্রাহিম বিশ্বাস
নারায়ণপুর, চৌগাছা, যশোর।

আলীম জুটমিলের একজন স্থায়ী শ্রমিক কওসার বিশ্বাস। ১৯৯৪ সালে এখানে বদলি শ্রমিক হিসাবে কাজ শুরু করে এবং তিন বছর পর স্থায়ী হয়। এখন সে চাকরিহারা। এক ছেলে ও দুই মেয়ে স্কুলে পড়ে। নিজের বাড়ি না থাকায় ভাড়া থাকেন। বর্তমানে পেশা পরিবর্তন করে দিন মজুর হিসাবে ১৭০-২০০ টাকা আয় করে। দিনমজুরের কাজও প্রতিদিন জোটে না। মিলের বকেয়া পাওনাও পায়নি। এ অবস্থায় অর্ধাহারে-অনাহারে পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনাতিপাত করছেন। মিল বন্ধের পর দেখা যায় খাদ্য গ্রহন, কাজের নিশ্চয়তা, ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। জীবন জীবিকার ঝুঁকি, গ্রামীন ও শহরে শ্রম বাজারে চাপ অপরাধ প্রবনতা বেড়েছে।

শ্রমিকদের চাকুরিরত ও চাকরিচ্যুত অবস্থার তুলনামূলক চিত্র

	খাদ্যগ্রহণ (ক্যালরি)	কাজের নিশ্চয়তা	শিক্ষা	ক্রয়ক্ষমতা	স্বাস্থ্য	সামাজিক মর্যাদা	সামাজিক সম্পর্ক	জীবিকার ঝুঁকি	গ্রামীণ শ্রমবাজারে চাপ	শহরের শ্রমবাজারে চাপ	অপরাধ প্রবণতা	ভোগ প্রবণতা	সঞ্চয় প্রবণতা
চাকরিরত অবস্থা	১৭০০	৮০%	৯৫%	৮০%	৮০%	৮০%	৯০%	২০%	৬০%	৬২%	৫৫%	৭৫%	১০%
চাকরিচ্যুত অবস্থা	১৪০০	৫০%	৫০%	৬০%	৪০%	৩০%	৩০%	৮০%	৮০%	৭৮%	৮০%	৫০%	০০%

পাটখাতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ক্রমহ্রাসমান

স্বাধীনতার পরে ৭৮টি জুটমিল পরিচালনার জন্য বিজেএমসি দায়ভার গ্রহণ করে। ১৯৭৭-১৯৮৬ সময়কালে ৪৪টি বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং একটি একীভূত হয়। ফলে বিজেএমসির অধীন পাটকল সংখ্যা দাঁড়াল ৩৮টিতে। ১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যংকের পাটখাতে সংস্কার কর্মসূচির ফলে ১১টি বন্ধ-বিক্রি-একীভূত করা হয়। এতে সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭। অবশ্য বিজেএমসি-নিয়ন্ত্রিত পাটকল ও সহায়ক কারখানা ঢাকা অঞ্চলে ৬টি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১০টি, খুলনা অঞ্চলে ৯টি ছিল নিকট অতীতে।

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রস্তাবিত দাবি, কর্মসূচি ও তার অভিঘাত: জুলাই ২০১৪ উত্থাপিত দাবি-সুপারিশ, কর্মসূচি ও অভিঘাত

দাবিসমূহ

১. বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনকে (বিজেএমসি) হোল্ডিং কোম্পানিতে এবং এর অধীন মিলসমূহ সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।

২. সরকারিভাবে পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত শিল্পনীতি অনুযায়ী দেশের বৃহত্তম পাটপণ্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজেএমসির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ ভর্তুকি প্রদান বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. বিজেএমসির আর্থিক দৈন্য দূর করার লক্ষ্যে পাটপণ্যের বাধ্যতামূলক মোড়কীকরণ আইন ২০১০ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. পঞ্চাশের দশকে স্থাপিত মিলগুলোর উৎপাদনদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিলগুলো বিএমআরই করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে অর্থায়ন করতে হবে।

৫. সরাসরি বৈদেশিক বিক্রির ওপর বিদ্যমান ১০ শতাংশ সাবসিডি আদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৬. সরাসরি বৈদেশিক বিক্রির ওপর প্রাপ্য ডিউটি ড্র-ব্যাক বিজেএমসি কর্তৃক আদান সহজীকরণ করার জন্য ডেডো অফিসকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৭. ১০০ শতাংশ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজেএমসির মিলসমূহকে স্বল্পসুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক বিক্রিত মিলসমূহের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিজেএমসিকে ফেরত দিতে হবে।

৯. সরকার কর্তৃক বেপজাকে হস্তান্তরিত আদমজী জুটমিল বাবদ প্রাপ্য অর্থ বিজেএমসিকে ফেরত দিতে হবে।

১০. শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত ২০ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা অবিলম্বে চালু করতে হবে।

কর্মসূচি	অভিঘাত
• ০২/০৭/২০১৪ইং থেকে ০৫/০৭/২০১৪ইং তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০.০০ টায় গেট সভা করে ২ ঘণ্টা বিক্ষোভ • ০৬/০৭/২০১৪ইং তারিখ সকাল ১০টায় রাজপথে ১ ঘণ্টা মানববন্ধন • ০৭/০৭/২০১৪ইং তারিখ সকাল ১০টায় মিলের প্রধান কার্যালয় ঘেরাও • ০৮/০৭/২০১৪ইং তারিখ সকাল ১০টায় ১ ঘণ্টা রাজপথ অবরোধ • ০৯/০৭/২০১৪ইং তারিখ সকাল ১০টায় ৫ ঘণ্টা মিলের প্রধান কার্যালয়ের সামনে অনশন কর্মসূচি • ২৫/০৬/২০১৪ইং থেকে ০১/০৭/২০১৪ইং তারিখ পর্যন্ত সব মিলে দাবি আদায়ে বিক্ষোভ মিছিল এবং ২৬/০৬/২০১৪ইং তারিখ রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকল অবস্থিত এমন জেলার ডিসিকে স্মারকলিপি প্রদান ও বস্ত্র ও পাটমন্ত্রীকে ফ্যাক্সে স্মারকলিপি প্রদান	• শ্রমিক অসন্তোষ। • উৎপাদন ব্যাহত। • সামাজিক বিশৃংখলা। • শ্রম অপচয়। • প্রশাসনিক সংকট। • পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত। • রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।

২৪ মার্চ ২০১৫ উত্থাপিত দাবি, সুপারিশ, কর্মসূচি ও অভিঘাত

দাবিসমূহ

১।

(ক) পাটের অভাবে প্রত্যেকটি মিলে উৎপাদন সর্বনিম্ন পর্যায়ে। ফলে অবিলম্বে মিলগুলো পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনমুখী করার জন্য পাটক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে কৃষক ও পাটকল উভয়ের সুবিধার্থে পাট মৌসুমে বাজারদরে মানসম্পন্ন কাঁচাপাট ক্রয়ের ব্যবস্থা করে পাটক্রয় ও পণ্য বিক্রয়ের জন্য সর্বপর্যায়ে দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। সাথে সাথে খরচ কমানোর লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয়বহুল পাটক্রয় কেন্দ্র বাতিল করতে হবে।

(খ) পাটপণ্যের দেশীয় বাজার সুরক্ষা ও সম্প্রসারণ করার জন্য প্রণীত আইন ২০০২ ও ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট-২০১০ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পাটপণ্য বহুদাকরণ করে বিদেশে বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে।

(গ) সরকারিভাবে পাটকে কৃষিপণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত শিল্পনীতি অনুযায়ী পাটশিল্পকে কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসাবে গণ্য করত; ২ শতাংশ বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে।

(ঘ) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিলম্বে মিলগুলো বিএমআরই করতে হবে।

২।

(ক) পে-কমিশন বোর্ড গঠনের ন্যায় অবিলম্বে রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পে শ্রমিকদের জন্য মজুরি কমিশন বোর্ড গঠন করে একই দিন ও একই তারিখ তা ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) ১ জুলাই ২০১৩ সালে ঘোষিত ২০ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা, যা সরকাডর কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন সেক্টরের কর্পোরেশনে বাস্তবায়িত হয়েছে, তা অবিলম্বে ওই তারিখ হতে রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকলের শ্রমিকদের জন্য অ্যারিয়াসহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) পাট-কাঁচামালসহ অন্যান্য কারণে দীর্ঘদিন উৎপাদন বিভাগের শ্রমিকদের মজুরি কম দেওয়া হচ্ছে, যা আইনসিদ্ধ নয়; ফলে আইন অনুযায়ী ওই শ্রমিকদের বকেয়াসহ মিনিমাম ওয়েজে প্রদান করতে হবে।

(ঘ) আলীম জুটমিলকে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর বন্ধ করতে হবে এবং দি ক্রিসেন্ট জুটমিলস্ কোম্পানি লিমিটেডসহ যেসব মিলে শ্রমিকদের চাকরির নথিতে মনগড়া বয়স লেখা হয়েছে, তা অবিলম্বে বাতিল করে ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে বয়স নির্ধারণ করতে হবে।

(ঙ) সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্তে খালিশপুর, দৌলতপুর, জাতীয় জুটমিল ও কর্ণফুলী জুটমিল বিজেএমসির পরিচালনায় চালু হয়েছে। চালুকৃত মিলের শ্রমিকদের বিজেএমসির অন্যান্য মিলের শ্রমিকদের ন্যায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে স্থায়ীকরণসহ প্রাপ্য প্রদান করতে হবে।

৩।

(ক) বিজেএমসির প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মিলসমূহের কর্মকর্তাদের ন্যায় মিলসমূহের কর্মচারীদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ বাস্তবায়ন অনুবিভাগ স্মারক নং- ০৭০০০০০০ (১৬১) ০৭০০০০০১৩-৩০১, তারিখ: ৩০/১২/১৩ মোতাবেক PRL ও LUMP Grant সুবিধা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুলিপি বাস্তবায়ন শাখা-১, সূত্র নং-অর্থ/অধি (বাস্ত-১) বিবিধ ৫৯৫/২৩০ তারিখ ১৯/১১/১৯৯৫ অনুযায়ী প্রাপ্য আনুতোষিক সুবিধা ২.৮৩, যা পরে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন সূত্র নং-এডিএম/এস.এফ.৯/(১৫)/১২৭, তারিখ-৭/২/২০১৩ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়েছে। অনুরূপ সুবিধা পাটকল কর্পোরেশনে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) মিলের যেসব শিক্ষিত শ্রমিক দ্বারা শ্রমিক মজুরিতে কর্মচারীর দায়িত্ব পালন করানো হচ্ছে, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী হিসাবে সমন্বয় ও নিয়োগ করে পূর্বের ন্যায় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি ও ক্ষমতা মিলপ্রশাসনের নিকট ন্যস্ত করতে হবে।

৪।

(ক) ১ জুলাই ২০০৯ থেকে চাকরিচ্যুত শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা পিএফ ও গ্র্যাচুয়েটির টাকা না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। অবিলম্বে তাদের পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

(খ) যেসব মিল কর্তৃপক্ষ পিএফ থেকে কোটি কোটি টাকা লোন হিসেবে উত্তোলন করেছে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোটি কোটি টাকা কর্তৃপক্ষের ফান্ডে জমা হয়েছে, অবিলম্বে সদস্যদের মধ্যে ওই টাকার লভ্যাংশ প্রদান করে সমুদয় অর্থ স্ব-স্ব ফান্ডে ফেরত দিতে হবে।

(গ) মজুরি কমিশন গেজেট ২০১৩ অনুযায়ী শ্রমিকদের পাওনা ও অবাস্তবায়িত সুবিধাগুলো অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫।

(ক) মিলে কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক-কর্মচারী মারা গেলে, মৃত্যুবীমা অনুযায়ী ৩৬ মাসের মূল মজুরির সমপরিমাণ অর্থ পাওয়ার নিয়ম থাকলেও তা বৈষম্য আকারে প্রদান করা হয়। এ অনিয়ম দূর করে সবাইকে প্রাপ্য ৩৬ মাসের মূল মজুরির সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা এবং টিবি ছুটি পূর্বের ন্যায় ৯ মাসের স্ব-বেতনে প্রদান করতে হবে।

(খ) মিলসমূহের সেট-আপ সংশোধন করে জ্যৈষ্ঠতার ভিত্তিতে বদলি শ্রমিক স্থায়ী করতে হবে।

(গ) পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা দেওয়া এবং সর্বোচ্চ ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে বিজেএমসি এবং এর অধীন মিলের সম্পদ ও পরিসম্পদের পুণরায় মূল্যায়ন করতে হবে।

জুটমিলের করুণ অবস্থার কারণ

- ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট ২০১০ বাস্তবায়ন না হওয়া।
- আন্তর্জাতিক বাজারে পেমেন্ট সিস্টেমের জটিলতা (বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশে)।
- নাইজেরিয়া, মালি, ঘানাসহ কিছু দেশে চাহিদা থাকলেও মূল্য (টাকা) পাওয়ায় ঝুঁকি থাকায় রপ্তানি না করা।
- কখনো কখনো আন্তর্জাতিক বাজারে হঠাৎ চাহিদার তুলনায় জোগান কম হওয়ায় আস্থার সংকট।
- অত্যান্ত নিম্নমানের পাটক্রয়।
- সঠিক সময়ে পাটক্রয়ের টাকা ছাড় না হওয়া।
- প্রায় অনুপোযুক্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা উৎপাদনের চেষ্টা।
- সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।
- সমন্বিত কৃষি ও শিল্পনীতির অভাব।
- ব্যবস্থাপনার ত্রুটি।
- সঠিক সময়ে উপকরণ সরবরাহের অভাব।
- শক্তিসম্পদের অভাব।

- উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি।
- শ্রমিক অসন্তোষ।
- উৎপাদিত পণ্যের নিম্নমান।
- বাজার সংকোচন।
- পাটপণ্যের বিকল্প ব্যবহার।
- যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নের অভাব।
- লুটপাট ও সর্বগ্রাসী দুর্নীতি।

সৃষ্ট সমস্যাসমূহ

- রাজস্ব আয় হ্রাস।
- বৈদেশিক মুদ্রার ওপর নেতিবাচক প্রভাব।
- জীবন-জীবিকার ঝুঁকি বৃদ্ধি।
- শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস।
- ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা।
- কর্মের অনিশ্চয়তা।
- সঞ্চয় প্রবনতা কমে যাওয়া।
- ভোগ প্রবণতা কমে যাওয়া।
- বেকারত্ব বৃদ্ধি।
- শিক্ষার হার হ্রাস।
- পুষ্টিহীনতা।
- কাপড়ের ব্যবহার হ্রাস।
- সামাজিক সম্পর্কের অবনতি।
- অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি।
- পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি।

সম্ভাবনার অপমৃত্যু

এই ভূখণ্ডে পাটের সোনালী অতীত ছিল। ছিল পাট শিল্পের যৌবন। রপ্তানি আয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল এ শিল্প। ছিল আরও বিপুল সম্ভাবনা। কিন্তু সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটেছে। রাষ্ট্র আবারও উদ্যোগী হলে সৃষ্টি হতে পারে নতুন কোনো সম্ভাবনা।

- আন্তর্জাতিক বাজারে পাটপণ্যের চাহিদা বেড়েছে। কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ (সিবিসি)।
- ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট ২০১০ বাস্তবায়নের জন্য সরকারি উদ্যোগ শুরু হয়েছিল।
- সরকারি খাদ্যগুদামে পাটের বস্তার ব্যবহার বাড়ছে। ২০২১ সালে বিজেএমসির সোয়া ৩ কোটি বস্তা

বিক্রি হয়েছে।

- হেসিয়ান ক্লাথ, যা কনস্ট্রাকশন কাজে নিরাপত্তা উপকরণ হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
- বুয়েট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি 'সয়েল সেভার' মাটির ক্ষয়রোধের চটের ব্যবহার বেড়েছে (সওজ ও এলজিইডিতে)
- পানি উন্নয়ন বোর্ডের নদীভাঙ্গন রোধে সয়েল সেভার হিসাবে চটের ব্যবহার বেড়েছে।
- পাট শিল্প এখন বস্তা, চট, দড়ি থেকে বেরিয়ে আকর্ষণীয় কার্পেটসহ কারুকার্যময় জুট ম্যাট বিশ্বের বাজারে প্রবেশ করেছে।
- নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে

সুপারিশসমূহ

পাট শিল্প বন্ধ ঘোষণার সময় দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ শিল্পের আধুনিকায়নের মাধ্যমে পুনরায় চালুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক, লাভজনক প্রতিষ্ঠান ও স্বচ্ছলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো—

- পাট ও পাটকলের উপর দক্ষ, যোগ্যতা সম্পন্ন ও সৎ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বিজেএমসি ও মিলসমূহ পরিচালনা করা।
- পাট মৌসুমে অর্থ ছাড় দেওয়া এবং বাজারমূল্যে মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় কাঁচাপাট ক্রয়ের ব্যবস্থা করা, সাথে সাথে পাট ক্রয়ে ও বিক্রয়ে দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করা।
- ৫০ দশকের মেশিনগুলোর উৎপাদনক্ষমতা বাড়াতে অবিলম্বে অন্তত প্রতিটি মিলে মিল সাইড বিএমআরই করা।
- ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট-২০১০ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা।
- প্রণীত শিল্পনীতি-২০১০ অনুযায়ী পাটকলকে কৃষিভিত্তিক শিল্প ঘোষণা করে ২০ শতাংশ ভতুর্কি প্রদান।
- বিজেএমসি ও এর অধীনস্থ মিলসমূহের সম্পদ-পরিসম্পদ বিজেএমসিকে ফেরত দেওয়া ও ব্যবহারের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া এবং ব্যাংকিং সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার জন্য সম্পদের পুনর্মূল্যায়ন করা।
- সর্বোপরি অর্থায়নের পর মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা।
- সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পাট শিল্পকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিতে হবে।
- সময়োপযোগী পাট ও পাট শিল্পনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সিবিএর দুর্নীতি রোধ করা।
- শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করে শ্রমিক অসন্তোষ কমানো।
- সঠিক সময়ে ভালো মানের উপকরণ সরবরাহ।
- উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন প্রযুক্তির আধুনিকায়ন।
- পণ্যের গুণমান বৃদ্ধি।

- আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান
- শক্তিসম্পদ বিশেষ করে বিদ্যুতের নিশ্চয়তা বিধান
- বেসরকারি চাতাল মালিকদের পাটের বস্তা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এতে প্রতি বছর ৫০ কোটি বস্তা চাহিদা সৃষ্টি হবে।

উপসংহার

বিগত শতাব্দীর ৬০-এর দশকে গড়ে ওঠা পাট শিল্প স্বাধীনতাত্তোর জাতীয়করণ হয়। প্রত্যাশা ছিল এই শিল্প বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোকে বিকশিত করবে। জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান কম নয়। ১৯১৩-১৪ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাধীন পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ০.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও রপ্তানি আয় ৩৩৭.১৪ কোটি টাকা ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও আয় ছিল যথাক্রমে ১.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও ১,৩৬৩.১৮ কোটি টাকা। বিগত প্রায় দেড় যুগ এ শিল্প মৌলিক বেশকিছু সংকটের আবর্তে নিপতিত হয়। ফলে সৃষ্টি হয় শ্রমিক অসন্তোষ আর আন্দোলন। সামাজিক ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় উৎপাদন হ্রাস পয়ে জাতীয় অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যা আমাদের মুক্তি সংগ্রাম অর্জিত ১৯৭২-এর মূল সংবিধানসহ স্বাধীন বাংলাদেশের মৌল মানবিক মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিহীন, পরিকল্পিত অর্থনীতি ও নীতিনৈতিকার পরিপন্থী। এ অবস্থার অবসান জরুরি। প্রশ্ন হলো, করবে কে? রাষ্ট্র না জনগণ? রাষ্ট্রকেই এ দায়িত্ব আগে নিতে হবে। জনগণকে উদ্যোগী করতে হবে, সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মে, যে রাষ্ট্র শুধু পাট শিল্প নয় সমস্ত শিল্প পরিকাঠামোকে সামগ্রিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেবে। যে আকাঙ্ক্ষায় মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, যে প্রত্যাশায় স্বাধীনতাত্তোর পাট শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল বিভিন্ন অজুহাতে বিশেষ করে লোকসানের কারণ দেখিয়ে ২ জুলাই ২০২০ তা বন্ধ করে দেওয়া হলো। লোকসানের প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন এবং তার যৌক্তিক সমাধান না করে স্বাধীনতাত্তর ১৯৭২ সালের জাতীয়করণকৃত পাট শিল্প ৪৮ বছর পর বন্ধ করা হলো। কোভিড-১৯ কালীন শ্রমিক-কর্মচারীদের কোনো বিকল্প কর্মসংস্থান ছাড়া পাট শিল্প বন্ধ এই শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ৩ কোটি মানুষকে মহাসংকটে ফেলে দিল। এখন এই শিল্পের ভবিষ্যৎ কী? কি-ই বা হবে এ শিল্পের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের? নাকি অতীতের মতো বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত ও বন্ধ হওয়া প্রতিষ্ঠানের মতো চলে যাবে নতুন কোনো শিল্পগোষ্ঠীর হাতে—নতুন মোড়কে নতুন কোনো রেন্টসিকার-শোষক-পুঁজিপতির হাতে? তবে কি রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে যাবে সবল পুঁজিপতিদের কাছে? নতুন শিল্পমালিকদের কব্জায় যাওয়া এই সম্পদ দেখিয়ে নতুন কৌশলে ঋণের নামে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পুঁজি ধনীদের দিকে প্রবাহিত হবে না তো, সে নিশ্চয়তা কে দেবে? প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার মতো ফিরিয়ে দেওয়া উচিত পাট শিল্পের সেই সোনালী অতীত। ধোঁয়াশাচ্ছন্ন পরিস্থিতি নিরসন করে ইতিবাচক দিকে যেতে হলে প্রয়োজন হবে নতুন ভাবনা-পুনর্ভাবনা।

তথ্যসূত্র

বারকাত, আবুল (২০২০), *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

বারকাত, আবুল (২০১৮) *বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ-বঙ্গবন্ধু "বেঁচে থাকলে" কোথায় পৌঁছাত বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজ বিনির্মাণের সম্ভব্যতা প্রসঙ্গে*, মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল পাটের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ড. মোয়াজ্জেম হোসেন খান, অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম শিকদার অধ্যক্ষ, ঢাকা সিটি ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, ঢাকা।

JUTE INDUSTRY: GLOBAL SCENARIO & FUTURE PROSRECT FOR BANGLADESH,

Nirmal Chandra Bhakta, Md. Mostafizur Rahman Sardar, Hasan Tareq Khan, Amitabh Chakroborty

Golden handshake to Golden fibre, Khalad Rab

আলম, মোঃ জাহাঙ্গীর, *পাট শিল্পের বর্তমান সংকট আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এর প্রভাব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, অর্থনীতি বিভাগ, ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০৫।

পাট শিল্পের বর্তমান প্রেক্ষিত এবং নাগরিক ভাবনা-এ্যাড. কুদরত-ই-খুদা

পাট ও পরিবেশঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ-সুতপা বেদজ্ঞ

বাংলাদেশের পাট শিল্প ও পাট শিল্প শ্রমিকদের জীবন-জীবিকাঃ অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতা- মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শোষন- মাহফুজ চৌধুরী।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২১-০২-২০০৭।

দৈনিক পূর্বাঞ্চল, ২২-০৩-২০০৭।

দৈনিক পূর্বাঞ্চল, ১৭-০৪-২০০৭ এবং ১৮-০৪-২০০৭ ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯-০৪-২০০৭ ।

বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) ।

দৈনিক যুগান্তর, ২৬-০৪-২০১৪।

বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৮-০৪-২০১৫ ।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪।

পাট সুতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ।

পাটকল সংগ্রাম পরিষদ।

জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রায়ত্ত জুট মিলস সিবিএ, নন সিবিএ ঐক্য পরিষদ।

কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ।

আইআরভি, খুলনা।